ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 19 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৭৫ ● কলকাতা ● ১৪ আষাঢ়, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৯ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কসবাকাণ্ডে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে

ধুন্ধুমার গড়িয়াহাটে, আটক সুকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কসবাকাণ্ডে আজও প্রতিবাদের ঢেউ। বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধল গড়িয়াহাটে। গড়িয়াহাটে মিছিল শুরু হওয়ার আগেই তাদের আটকে দেয় পুলিশ। বিজেপি কর্মীরা ব্যারিকেড ভাঙতেই অ্যাকশনে নেমে পড়ে পুলিশ। একের পর এক বিজেপি নেতা-কর্মীকে পাকড়াও করা হয়। আটক করা হয় সুকান্ত মজুমদারকেও।নিজের কলেজেই আইনের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল শহর কলকাতা। গ্রেফতার কলেজের প্রাক্তনী, TMCP নেতা মনোজিৎ মিশ্র ও ২ আইন পড়ুয়া প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জেব আহমেদ। গতকাল ঘটনাস্থলে যায় ফরেন্সিক টিম। কলেজের ইউনিয়ন রুম, ওয়াশ রুম এবং গার্ড রুম পরিদর্শন করেন বিশেষজ্ঞরা। সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলে ছেঁড়া চুল, ধস্তাধস্তির প্রমাণ মিলেছে। FIR উল্লেখিত হকি স্টিক এবং বেশ কিছু নমুনাও সংগ্রহ করেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। নির্যাতিতার অভিযোগে উল্লেখ, ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় তাঁকে হকি স্টিক দিয়ে মারার চেষ্টা হয়। এ ছাড়াও ইউনিয়ন রুম থেকে মিলেছে প্লাস্টিক ও কাচের বেশ কিছু বোতল। যেগুলোর কেমিক্যাল পরীক্ষা করা হবে। কসবাকাণ্ডে

এরপর ৩ পাতায়

হিমালয়ের ঋষি মুনিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সমর্পণ ধ্যান:*

হিমালয়ান সমর্পণ ধ্যানযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

‘হিমালয়ান সমর্পণ ধ্যানযোগ’ কোনো ধ্যান-পদ্ধতি নয়, বরং এটি গুরুর আত্মার দ্বারা শিষ্যের আত্মার উপর করা এক সংস্কার। আত্মসাক্ষাৎকারের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ঘটনা গুরু-কৃপাতেই ঘটে থাকে। সমাজে সাধারণত ‘নির্বিচার অবস্থা বা চিন্তা শূন্য অবস্থা’কেই ধ্যান বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, নির্বিচার অবস্থা অর্জনের পরই ধ্যান শুরু হয়—এই গভীর সত্যটি ‘হিমালয়ান সমর্পণ ধ্যানযোগ’ - এর মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। এটি অনুভূতি ভিত্তিক ধ্যান। কোনো রকম বাহ্যিক ক্রিয়া ছাড়াই এই ধ্যান করা হয় যা আধুনিক জীবনের জন্য উপযোগী।

নিয়মিত মাত্র ত্রিশ মিনিট ধ্যান করলে সমাজে বাস করেও চক্র, নাড়ীর বিশুদ্ধিকরণ, আভামণ্ডলের শুদ্ধতা এবং মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। ধ্যানের মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষও ধীরে ধীরে শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, সুন্দর পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, সাধারণ জীবনে সন্তোষ এবং অবশেষে মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হয়। এই ধ্যানে জাতি, ধর্ম, দেশ, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি কোনো প্রকার বিভাজনের স্থান নেই। যেমন বাতাস, জল আর আলো সমগ্র সৃষ্টির জন্য রয়েছে তেমনি এই অমূল্য ধ্যানও সবার জন্যই উপলব্ধ। এটি সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক। আজ পৃথিবীর সব মহাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ হিমালয়ের এই প্রাচীন ধ্যানপদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে সুখময় করে তুলছেন—এ যেন ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ ধারণার বাস্তবায়নের সূচনা!

হিমালয়ের যোগী, সদগুরু শ্রী শিবকৃপানন্দ স্বামীজী ‘হিমালয়ের ধ্যানযোগ’-এর প্রবর্তক। প্রায় পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে পরমাত্মাকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। বহু প্রচেষ্টার পর, এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে তাঁর জীবনে এক গুরু আসেন এবং হিমালয়ে তাঁর ধ্যানসাধনার সূচনা হয়। প্রায় ১৬ বছরের এই সাধনার পর তাঁর হিমালয়ের গুরুদের নির্দেশে ১৯৯৪ সালে তিনি সমাজে আগমন করেন। তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হল-

১)যুব প্রজন্ম আত্মানুভূতি লাভ করে সাধনা করতে করতে এমন যোগ্যতা অর্জন করুক যাতে তাঁরা এক পুণ্যাত্মা ও উচ্চস্তরের আত্মাকে জন্ম দিতে পারে।

২) সমাজে নারীরা তাঁদের উচ্চ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করুন, যাতে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা নারী-পুরুষের বৈষম্যের ব্যবধান পূরণ হয়।

৩) আগামী অন্তত আটশো বছর পর্যন্ত যে প্রজন্ম আসবে তাদেরও যাতে আত্মজাগরণ হতে পারে—এই সংকল্পশক্তি নিয়ে ‘শ্রী গুরুশক্তিধাম’ (ধ্যান মন্দির) নির্মিত হোক।

সদগুরু শ্রী শিবকৃপানন্দ স্বামীজী তাঁর হিমালয়স্থ গুরুদের মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে গুরুকার্যে নিয়োজিত। সাধকদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করে চলেছেন এবং তাঁর নতুন নতুন গবেষণার ফল সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। ভাগ করে নেওয়াই তাঁর স্বভাব—তিনি সম্মুখস্থ ব্যক্তির যোগ্যতা বিচার করেন না, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন সেই ব্যক্তি তাঁর গুরু কর্তৃক প্রেরিত। বাস্তবিক অর্থে, পূজ্য স্বামীজী করুণা ও প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেও আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছানো যায়—এই সত্যের জীবন্ত প্রমাণ তিনি। সংক্ষেপে, তিনি শরীরের গুণ-দোষের ঊর্ধ্বে এক শূন্যাবস্থায় অবস্থান করছেন—এটি তাঁর আভামণ্ডলের আলোকচিত্র থেকেও বোঝা যায়।

পূজ্য স্বামীজী প্রত্যেক বছর সমাজের কোনো না কোনো অংশের কল্যাণে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁদের জন্য বিশেষ ধ্যানশিবিরের আয়োজন করে থাকেন—যেমন যুবক, নারীশক্তি, কৃষক, শিক্ষক, চিকিৎসক, রক্ষক (পুলিশ, সামরিক বাহিনী), সাধুজন, শিশু ইত্যাদি।

তিনি সমাজে এই বোধ জাগিয়ে তুলবার জন্য সতত প্রয়াস করে চলেছেন যে যোগ কেবল যোগাসনেই সীমিত নয়—সমগ্র যোগের ক্ষেত্রটি অনেক বিস্তৃত। এজন্য তিনি যোগগুরু ও সাধুজনদের উৎসাহিত করছেন।

ক্রমশঃ

(১ম পাতার পর)

কসবাকাণ্ডে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার গড়িয়াহাটে, আটক সুকান্ত

ঘটনার পুনর্নির্মাণ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছে রাজ্য বিজেপির সভাপতিকে। বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে ধরপাকড়ে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে গড়িয়াহাট মোড়।

আর জি করকাণ্ড নাড়িয়ে দিয়ে গেছে গোটা রাজ্যকে। তার রেশ কাটতে না কাটতেই কসবার কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ সামনে এসেছে। দক্ষিণ কলকাতার ল কলেজের এই ঘটনা ঘিরে গতকাল থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। এদিন গড়িয়াহাট-কসবা প্রতিবাদ মিছিল ডাকে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে জমায়েত শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। কিন্তু, তাঁদের ঠেকাতে তৎপর ছিল পুলিশ। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গড়িয়াহাট মোড়ে মোতায়েন ছিল পুলিশ। প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হতে সুকান্ত মজুমদারের গাড়ি আসতেই তার অনতিদূরে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। যদিও সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগনোর চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় তাঁদের। সেই সময় সুকান্ত মজুমদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও তমোঘ্ন ঘোষদের আটকে দেওয়া হয়। তাঁদের যেতে দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও থানার সামনে পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করছিল বিজেপি। সেখানে তাঁদের একটা মিছিল ছিল। কেন পুলিশ তাঁদের আটকাচ্ছে ? জানতে চান সুকান্ত মজুমদার। সেই সময় চরম উত্তেজনা ছড়ায় গড়িয়াহাট মোড়ে। কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ব্যস্ত ওই এলাকা। এরপর একে একে বিজেপি নেতা-কর্মীদের ধরে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। সুকান্ত মজুমদারকেও আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। 'মমতা ব্যানার্জি হায় হায়' বলে স্লোগান তোলেন সুকান্ত। তিনি বলেন, "পুলিশের আচরণ গণতন্ত্রের হত্যাকারীর আচরণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যকে কিম জং উনের উত্তর কোরিয়াতে পরিণত করেছেন। প্রয়োজনে হাজার বার গ্রেফতার হতে রাজি আছি, কিন্তু বাংলার মেয়েদের ধর্ষণ বন্ধ হওয়া চাই।"

বিজেপির বিক্ষোভ সমাবেশ

পার্থ ঝা,মালদা

কলকাতার খাস তালুকে ঘটে যাওয়া নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে সারা রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে ভারতীয় জনতা পার্টির। রাজ্যের সাথে সাথে জেলাগুলি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।কসবার ল কলেজের গণধর্ষনে যুক্ত অভিযুক্তদের চরমতম শাস্তির দাবিতে ও ওই ঘটনার প্রতিবাদে মানিকচক ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডল দুই ও যুব মোর্চার প্রতিবাদ কর্মসূচি মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড়ে। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি চালাই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকরা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মানিকচক মন্ডল দুই সভাপতি সুভাষ যাদব,যুব মোর্চা সভাপতি সৌরভ রজক,পল্লবী মন্ডল,হরিদাস রায় সহ বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এই কর্মসূচির ফলে রতুয়া মানিকচক মালদা রাজ্য সড়ক দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। মানিকচক মন্ডল দুই এর কর্মীরা এই কর্মসূচির প্রতিবাদে ধিক্কার জানাতে থাকে ।পরবর্তীতে মানিকচক পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

আচমকা শুভেন্দুর পাড়ায় দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাঁথি: আচমকা শুভেন্দুর পাড়ায় হাজির দিলীপ ঘোষ! আড্ডা দিলেন তৃণমূল নেতার সঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই শনিবারের এই ঘটনায় জেলা রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দেয়। এই সফরের নেপথ্যে নেহাতই সৌজন্য না কি রাজনীতির ঘর গোছানোর ছক, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।শুধুই কি মন্দির দেখা, না কি এর পিছনে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতির কোনও ইঙ্গিত রয়েছে, তা নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও এবিষয়ে বিজেপির কোনও নেতাই মুখ খুলতে চাইছেন

এরপর ৬ পাতায়

কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুর্শিদাবাদ: বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুললেন এক মহিলা। সারা বাংলা যখন কসবার আইন কলেজের ন্যক্কার জনক ঘটনার অভিযোগে উত্তাল তখনই বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখ কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। এক মহিলার গুরুতর অভিযোগ, তাঁকে ধর্ষণ করেন কার্তিক মহারাজ।বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের নম্বর প্লেট দেওয়া একটি গাড়িতে করে এসে নবগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। তবে কার্তিক মহারাজ এই অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। জানিয়েছেন, তিনি জানিয়েছেন, এই বিষয়টি তাঁর লিগাল সেল দেখছে। শুক্রবার অভিযোগকারিণীর বহরমপুরের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে তালা ঝুলছে।তিনি সন্তানসম্ভবাও হয়ে পড়েন। তবে সবটাই ঘটেছে ১২ বছর আগে। ওই মহিলার দাবি, ১২ বছর আগে তাঁকে ধর্ষণ করেন বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান। এমনকী, তিনি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। নবগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা।এই ঘটনা ২০১৩ সালে ঘটেছে বলে অভিযোগকারিণীর দাবি। তাঁর বক্তব্য, 'আমি প্রথমে ২০১৩ সালে ওখানে (ভারত সেবাশ্রমে) জয়েন করেছিলাম। ওনার

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

সরকারি মদতে নৃশংসতা, তৃণমূলকে দুষল বিজেপি, রাজ্যে আসছে ৪ সদস্যের তদন্ত দল

কসবা আইন কলেজের ঘটনায় শনিবার রাজ্য সরকারকে দুষল কেন্দ্রীয় বিজেপি। আরজি কর কাণ্ডের বছর গড়ানোর আগে ফের কলকাতার বুকে আইন ছাত্রীকে নৃশংস ধর্ষণের ঘটনায় তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র। নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, কেন ওই রাজ্যে এত অসংবেদনশীলতা ? পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কেন এত নৃশংসতা ?বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এই তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি রাজ্যে এসে ঘটনার তদন্ত করে দেখবে। কমিটিতে রয়েছেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৎপাল সিং, মীনাক্ষি লেখি এবং সাংসদ বিপ্লব দেব ও মননকুমার মিশ্র। খুব শীঘ্রই এই চার সদস্যের কমিটি কলকাতায় এসে তদন্ত রিপোর্ট তুলে দেবে সভাপতি নাড্ডার হাতে।সম্বিত পাত্র বলেন, এই গণধর্ষণ হল সরকারি মদতে নৃশংসতার এক নিদর্শন। আর এই পাশবিক কাজটির পিছনে রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে। বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ হল এমন একটা রাজ্য, যেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হলেন স্বয়ং একজন মহিলা। ফলে সেখানে অন্তত মহিলাদের প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল হবে, এটা আশা করাই যায়। সেই রাজ্যে কেন এত সহানুভূতির অভাব এবং নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটতে পারে?

বিজেপির বক্তব্য, নির্যাতিতা যুবতী বয়ানে তাঁর সঙ্গে যা হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন। আমরা যদি সেটা খুব মনযোগ দিয়ে পড়ি, তাহলে দেখব, এই গোটা বিষয়টি একটি সরকারি মদতের অঙ্গ। রাজনৈতিকভাবে এর পিছনে সরাসরি মদত রয়েছে। পাত্রের অভিযোগ, মূল অভিযুক্ত শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য।

পাত্রের কথায়, কেন আমি একথা বলছি? কারণ এটা একটা কলেজের ছাত্র সংসদের সঙ্গে জড়িত। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির সম্পাদক ছিলেন। তিনি ওই কলেজেরই প্রাক্তনী। বিজেপি মুখপাত্র জানান, দল কলকাতার আইন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(অষ্টম পর্ব)

শেষভাগে, একমতে খ্রিস্টের দেড় হাজার বছরেরও আগে। মহাভারতে আছে যে নিষাদদের চোখের আড়ালে থাকার জন্য বিনাশণ নামক স্থানে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়েছে। নদীর স্থানীয় নামই এই ঐতিহ্য বহন করছে। আবার অনেকে বলেন, সিন্ধুনদই সরস্বতী। সরস্বতী ও সিন্ধু দুটি শব্দের অর্থই নদী। সরস্বতী বৈদিক দেবী হলেও সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকরা সরস্বতীসদৃশা দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

কথামতো আমি স্কুলে গেছিলাম। উনি বলেছিলেন ওখানে থাকা-খাওয়া ফ্রি। আমাকে পাঁচতলায়.. হঠাৎ রাত পৌনে ১০টা - ১০টা হবে, দেখা করতে আসছি তোমার সঙ্গে, এই বলে আমাকে ফোন করা হয়েছিল। উনি বললেন, বড় লাইট জ্বালতে হবে না। তুমি আমার সঙ্গে সব কিছু কর আর কী, মানে বুঝতেই পারছেন।'

অভিযোগকারিণীর দাবি, তাঁকে একটি স্কুলে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান। তারপর একাধিকবার তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ মহিলার। অভিযোগকারিণীর দাবি, তাঁর প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কখনও কার্তিক মহারাজ আসতেন তাঁর ঘরে, কখনও তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। পরে তিনি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। জানান কার্তিক মহারাজকে। তাতে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে কাকুতি মিনতি করেন বলে অভিযোগ। মহিলার কথায়, 'তোমার হাতে পায়ে পড়ি। আমাকে তুমি প্রাণভিক্ষা দাও। নাহলে হয় জেল হবে, নাহলে সুইসাইড করতে হবে।'

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নেপালের একটি চামুণ্ডা মূর্তির ছবি দেখুন, বলাকার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। চামুণ্ডা, চতুর্দশ শতক, নেপাল। বর্তমান অবস্থান লস এঞ্জেলস কাউন্টি মিউজিয়াম অভ আর্ট।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'অম্বুবাচী' কেন পালিত হয় এবং দেবী কামাখ্যার পৌরাণিক কাহিনী

(গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বসুন্ধরা যেন সিক্ত হয়)

বেবি চক্রবর্তী

(শেষ পর্ব)

হলো কামরূপ। কামদেব তাঁর স্বীয় রূপ ফিরে পাবার পর। দেবীর পূজা যাতে সঠিক ভাবে হয় তাই তিনি বিশ্বকর্মাকে ডেকে পাঠালেন। মহামায়ার জন্য মন্দির তৈরি করতে হবে। বিশ্বকর্মা জায়গা দেখে ভীষণ আনন্দ পেলেন। সব শোনার পর তিনি মন্দির নির্মান করলেন। মন্দিরের গায়ে চৌষট্টি যোগিনী, আর আঠারোটা ভৈরব-মূর্তি খোদাই করলেন। কামদেব এই মন্দিরকে আনন্দাখ্যা মন্দির নাম জগতে প্রচার করলেন। আর মহামায়া মায়ের মহামুদ্রার নাম হয় মনোব ভগুহা। অতীতে কামরূপে বহু হিন্দু রাজা রাজত্ব করেছেন। কিন্তু তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বিলুপ্ত। অনেক ধর্মবিপ্লব এবং যুগবিপ্লবের সাক্ষী কামদেব প্রতিষ্ঠিত মন্দির কামরূপ কামাখ্যা।কালের অতলে একদিন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এই মন্দির। নীলাচল পর্বতের ওই স্থান ঘন জঙ্গলে ভরে গেল। শক্তিময়ী মা কামাখ্যার কথা ভুলেই গেল সকলে। বৌদ্ধযুগের পর গুপ্তবংশের রাজারা কামরূপে বেশ কিছুদিন রাজত্ব করেন। বিশেষ করে বিক্রমাদিত্যের সময় থেকে হিন্দুধর্ম আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১১৫০ সালে পালবংশের ধর্মপাল বর্তমান গৌহাটিরপশ্চিমখণ্ডে রাজত্ব করতেন। তিনি খুব ধর্মপ্রাণ

ব্যক্তিছিলেন। তিনি আবার কামাখ্যা দেবীকে নীলাচল পর্বতে খুঁজে বার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপালই মায়ের যথাবিধি পূজার্চনার জন্য কনৌজ থেকে অনেক সদব্রাহ্মণকে কামরূপে নিয়ে আসেন।এরা বাসন্তরীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। এঁরাই কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের আদি পূজারী। পালবংশের শাসনের পর মন্দিরের আবার অবলুপ্তি ঘটে। মা কামাখ্যা হারিয়ে যান নীলাচলের গহীণ অরণ্যে। বারভুঞ্যাদের সময় মন্দিরের ইতিহাস অতোটা পরিষ্কার জানা যায় না। পরে কামরূপের শাসন ভার করায়ত্ত করেন মেছ বা কোচবংশীয় শাসনকর্তা। এরা হাজো বংশীয় নামে পরিচিত ছিলেন। ১৪৮৫ সালে এই বংশের বিশু নামে এক শক্তিমান পুরুষ রাজা হন। ১৪৯০ সালে তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে বিশ্বসিংহ নাম পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর ভাই শিশু শিবসিংহ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরে এই বিশ্বসিংহ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন এবং তৎকালীন কামতাপুর বর্তমান কোচবিহারে এসে বসবাস শুরু করেন।যেখানে সতীর যোনিমন্ডল পতিত হয়েছিল সেই জায়গাটাকে বলে কুব্জিকাপীঠ। কথিত আছে যোনিরূপ যে প্রস্তরখণ্ডে মা কামাক্ষা অবস্থান করছেন, সেই শিলা স্পর্শ করলে মানুষ মুক্তিলাভ করে। এই প্রাচীন মন্দিরটিই কামাক্ষা দেবীর মন্দির নামে পরিচিত।পুরোহিতদের কথামতো মন্দিরে পুজো পর্ব সম্পাদন করা । প্রধান মন্দিরের বাইরের সৌভাগ্যকুণ্ড থেকে মাথায় জলের ছিটে দিয়ে শুরু করা হয় পুজো পর্ব।

সেখানে অসমিয়া ভাষায় লেখা রয়েছে, 'যখনই মুখ খুলিবেন, মা কামাক্ষার নাম বলিবেন।' দেশের অন্যান্য বড় মন্দিরের মতোই নগদমূল্যে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন স্তরে। দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন। অনেকেই বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দাড়িয়ে পূজা সারেন। এই মন্দিরে দেবীর কাছে প্রার্থনা নিয়ে দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই ছুটে আসেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে তারা ঘন্টা বেধে যান। কামাখ্যা মন্দিরের চূড়া সপ্তরথ আকৃতির। তার গড়নে পাওয়া যায় মৌচাকের আদল। সাতটি ডিম্বাকৃতি গম্বুজের প্রতিটির ওপর তিনখানা স্বর্ণকলস বসানো আছে। মন্দিরের বহিরাংশে গণেশ ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি ও পুরাণ কাহিনীর নানা খণ্ডচিত্র খোদাই করা প্যানেলের সারি। মন্দিরের ভেতরে তিনটি প্রকোষ্ঠ। সবচেয়ে বড় পশ্চিম প্রকোষ্ঠটি আয়তাকার। এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। মাঝের কক্ষটি বর্গাকার। এখানে দেবী কামাখ্যার চলন্তা মূর্তি আছে। দেওয়াল জুড়ে খোদাই করা শিলালিপি, মহারাজ নরনারায়ণ এবং অন্য হিন্দু দেবতার মূর্তি দেখা যায়। এই প্রকোষ্ঠর পরেই গুহা সংবলিত গর্ভগৃহ শুরু হয়েছে। গুহার দেওয়ালে কোনও ছবি বা খোদাইয়ের কাজ নেই। সরু সিঁড়ির ধাপের শেষে যোনি আকৃতির পাথরের ফাটল থেকে ঝরে পড়ছে প্রাকৃতিক ঝরণাধারা। জলের ধারা সৃষ্ট করেছে একরত্তি জলাশয় যার ধারে অবিরাম পূজার্চনা চলে। ধারার উৎসমুখ ঢাকা এক টুকরো লাল কাপড়ে। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী মেলার সময় কামাখ্যা মন্দির তিন দিন বন্ধ থাকে। এই সময় গর্ভগৃহের চারপাশের জল রক্তিম হয়ে যায়। দেবী রজঃস্বলা হন। তাই মন্দিরে প্রবেশ করা সকলের জন্য নিষিদ্ধ। শোনা যায় এক তরুণ পূজারী সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় দেবীর কোপে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে যান। জনশ্র"তি যে, কোচবিহারের যে রাজবংশ দেবীর প্রধান ভক্ত ছিল, দেবীর আদেশে তাদেরই মন্দিরে পুজো দেওয়া বারণ ছিল। এখনও রাজবংশের কেউ নীলাচল পর্বতের পাশ দিয়ে গেলে মন্দিরের দিকে তাকান না।তন্ত্র'- ছোট্ট একটি শব্দ, কিন্তু গভীর তার অন্তর্নিহিত অর্থ।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৩ পাতার পর)

আচমকা শুভেন্দুর পাড়ায় দিলীপ ঘোষ

না। নিতান্তই ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে দায় সারছেন। ডেমুরিয়া রথ মেলা কমিটির সভাপতি তথা এলাকার তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তমালতরু দাস মহাপাত্র বলেন, "মহাপ্রভুর টানে আচমকাই বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ মেলা প্রাঙ্গনে আসেন। আমরা কিছুটা অবাক হলেও সম্মান জানানোর কোনA ত্রুটি রাখিনি। মহাপ্রভুর প্রসাদ খাওয়ার আবেদন করেছিলাম, তিনি প্রসাদ খেয়েছেন। রাজনীতির বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি। মেলায় রাজনীতির কোন বিষয় নেই। সকল স্তরের মানুষ এখানে আমন্ত্রিত।"এদিন দিঘা যাওয়ার পথে আচমকা রামনগর ২ ব্লকের ডেমুরিয়ায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো রথের মেলায় হাজির হয়েছিলেন দিলীপ।বিজেপি নেতার গাড়ি থামতেই ভিড় জমিয়ে দেন এলাকার মানুষ। কোনও প্রচার নেই! আসার কোনও সংবাদ নেই! হঠাৎ দিলীপ ঘোষ! তাঁকে ছুটে আসেন দাপুটে তৃণমূল নেতা তমালতরু দাস মহাপাত্র। জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ। তৃণমূলের নেতা-সহ মেলা কমিটির সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেন। তারপর পাতপেড়ে মহাপ্রভুর প্রসাদ খান। সর্বোপরি দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের সময় সস্ত্রীক মন্দিরে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন দিলীপ ঘোষ। তারপরেই গেরুয়া শিবিরেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছিল।

এদিন মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেমুরিয়া এলাকা ঘুরে দেখন বিজেপি নেতা। মন্দির দর্শন করেন। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। দিলীপ ঘোষ বলেন, "৩৫০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ডেমুরিয়া রথের মেলা। পাশাপাশি প্রাচীন জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে হওয়ায় মানুষ খুব একটা জানতে পারেন না।আমাদের মত লোক যদি আসে তাহলে প্রচার হবে। মানুষ যত জানবে ততই আসবেন। আগে মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে জেনেছিলাম, তাই এসে ঘুরে গেলাম।"

এবার বাংলাদেশের সঙ্গে খেলা ঘোরাতে চলেছে ভারত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তিন পাশে পড়শি দেশ, তাদের কারোর সঙ্গেই যে দারুণ সম্পর্ক, তা বলা চলে না। চিনের সঙ্গে নরম-গরম সম্পর্ক ভারতের। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্প্রতিই প্রায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে, হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ যে রূপ নিয়েছে, তাতেও চিন্তা বেড়েছে।একই সঙ্গে, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা।এবার বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে এল বড় বার্তা।

পাকিস্তানের মতো শত্রুতার দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বদলাতে হবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি। বিদেশ মন্ত্রক বিষয়ক সংসদীয় কমিটিকে এমনটাই পরামর্শ দিলেন বাংলাদেশ সম্পর্কিত কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ কী হবে, সে বিষয়ে সম্প্রতি কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছে শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন বিদেশ মন্ত্রক বিষয়ক সংসদীয় কমিটি। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন, অবসরপ্রাপ্ত আর্মি জেনারেল সৈয়দ আতা হাসনাইন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার রেবা গাঙ্গুলি দাস এবং জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ডিন অমিতাভ মাট্টু।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সক্রিয়তা বাড়ছে চিন এবং পাকিস্তানের। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্দর এবং বায়ুসেনা ঘাঁটির পরিকাঠামো তৈরি করছে চিন। অন্যদিকে, সামরিক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় পাকিস্তান।

এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই এগোতে হবে ভারতকে। ইউনূস সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে।জোর দিতে হবে সে দেশের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার দিকেও। এমনটাই পরামর্শ দিয়েছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

প্লাস্টিক দূষণের সমস্যায় ভারতের তাজমহল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: প্লাস্টিক দূষণ বিশ্বের বিস্ময় তাজমহলকেও ক্ষতি করতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। পাশাপাশি সারা বিশ্বের পরিবেশ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলেছে মাইক্রো প্লাস্টিক। এমনকি সামুদ্রিক প্রাণীদের পাশাপাশি মনুষ্য সমাজে এর বিপদ ডেকে আনছে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন।রাজস্থানের তিজারা ব্লকের নিমলিতে সমুদ্রের মাইক্রো প্লাস্টিক সমস্যা বিষয়ে দুদিনের এক আলোচনা সভায় পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনিল আগারওয়াল এনভারমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে আয়োজিত ২৬ ও ২৭ জুন এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৩০ জন সাংবাদিক। বিশেষজ্ঞ বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিদ্ধার্থ জি সিং, অনিকেত চন্দ, কুলদীপ চৌধুরী, অতীন বিশ্বাস, ড . ত্রিভূবন সিং বিস্ত প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তা সংগঠনের বরিষ্ঠ ডিরেক্টর সৌপর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ জয়ন্ত বসু, সাজাহান সিরাজ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উদ্যোক্তা সংগঠনের কো-অর্ডিনেটর সুকন্যা নায়ার।

অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা প্লাস্টিক বিশেষ করে মাইক্রো প্লাস্টিক যেভাবে পরিবেশকে দূষিত করে মানবজাতি ও প্রাণীকুলকে সমস্যায় জর্জরিত করছে সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টি ভারত সরকার এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সচেষ্ট হওয়ার আবেদন করেছেন।

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণের বিতর্কিত মন্তব্য

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজের ২৪ বছর বয়সী এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উত্তাল এনে দিয়েছে। আইন শাখার সদস্য বলে জানা গেছে। একই সাথে, তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির এই ঘটনা নিয়ে একটি বিবৃতি বিতর্ককে আরও উস্কে দিয়েছে।বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি তাঁর বিতর্কিত বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তাঁর বক্তব্যকে "লজ্জাজনক" বলে অভিহিত করেছে। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী এই মামলার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "বন্ধুই যদি বান্ধবীকে ধর্ষণ করে, তাহলে কী করা যেতে পারে? স্কুলে কি পুলিশ মোতায়েন করা হবে? এই (ধর্ষণ) অন্য একজন ছাত্রীকে ছাত্ররা করেছে। তাকে কে রক্ষা করবে?" তিনি আরও বলেন, "সব অপরাধ এবং শ্লীলতাহানি কে

এরপর ৮ পাতায়

নবান্ন চলো’ অভিযানে নতুন আন্দোলনের ছাপ, পাশে গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ

বেবি চক্রবর্তী : কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক নতুন আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী চাকরিজীবী ও চাকরি হারা ঐক্য মঞ্চ এর ডাকে আগামী ২৮শে জুলাই ‘নবান্ন চলো’ অভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে, যা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের প্রতিচ্ছবি এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ এবং সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। ঐক্যমঞ্চের সাংবাদিক বৈঠকে উঠে এসেছে একগুচ্ছ দাবি এবং প্রতিবাদের কারণ, যা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।

আন্দোলনকারীরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি সরকারের সামনে তুলে ধরেছে:

স্বচ্ছ নিয়োগ: রাজ্যের ৬ লক্ষ শূন্যপদে অবিলম্বে স্বচ্ছ এবং স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

নিয়োগ কমিশনের স্বায়ত্তশাসন: PSC এবং SSC-এর মতো নিয়োগ কমিশনগুলিকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

দুর্নীতির শিকারদের চাকরি: দুর্নীতির কারণে যেসকল যোগ্য প্রার্থীর চাকরি বাতিল হয়েছে, তাদের অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে।

SSC ২০১৬ প্যানেল বাঁচাও: SSC ২০১৬-র শিক্ষক এবং কর্মীদের প্যানেল বাঁচানোর জন্য OMR শিট প্রকাশ করে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

নতুন SSC বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেড় লক্ষ শূন্যপদের জন্য নতুন SSC বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA): সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর জন্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ মেনে ২৫% বকেয়া ডিএ প্রদান করতে হবে।

মহিলাদের নিরাপত্তা: মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

OBC প্রার্থীদের অধিকার: নতুন শ্রেণিবিন্যাসের কারণে যে সমস্ত OBC প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন, তাদের সাংবিধানিক অধিকার পুনরুদ্ধার করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চের তরফ থেকে নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক শুভজিৎ দত্তগুপ্ত জানান, বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ হিসেবে গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ চেষ্টা করছে নাগরিক অধিকারের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই লড়াইয়ে নাগরিক সমাজে যে যে সংগঠনগুলি লড়াইয়ের ময়দানে আছে তাদের পাশে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ গণ-আন্দোলনের শক্তিকে আরো বেশি সংগঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে আগামী ২৮শে জুলাইয়ের নবান্ন অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চের সমস্ত সংগঠন গুলি ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আন্দোলনের পাশে থাকবে । গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করা বঞ্চিতদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং অবহেলার প্রতিক্রিয়ার পাশে থাকা এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সরকারি পরীক্ষাগুলির ফল বেশিরভাগই প্রকাশ হয়নি যদিও বা হয়েছে সেগুলোর পক্ষপাত দুষ্ট ভাবে হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ জানান রাজ্যের এই বেকারত্বের সংকটের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ মনে করে এবং আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আরো সংগঠন যারা পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক মঞ্চের বাইরে রয়েছে বা আন্দোলনের ময়দানে রয়েছে তাদের সাথেও আমরা একসাথে তাদের আন্দোলনে অংশীদার হতে চাই।

কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা বাতিলের ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কানাডার সঙ্গে সবধরনের বাণিজ্য আলোচনা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার তিনি বলেন, কানাডা বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর নতুন কর নীতিমালা চালু করতে যাচ্ছে। এ কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, আমরা এই মুহূর্ত থেকে কানাডার সঙ্গে সকল বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করছি। আগামী সাত দিনের মধ্যে জানানো হবে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করতে কী পরিমাণ শুল্ক দেবে।

বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে কানাডার শতকরা ৩ ভাগ ডিজিটাল সার্ভিসেস ট্যাক্স, যা অ্যামাজন, অ্যাপল, গুগলসহ বড় মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বছরে ২ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত

খরচ তৈরি করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই কর আইনটি গত বছর কার্যকর হলেও প্রথম পেমেন্ট দেওয়া শুরু হবে আগামী সোমবার থেকে।

কানাডা আশা করেছিল, চলমান বাণিজ্য আলোচনার মাধ্যমেই এই বিতর্কের সমাধান সম্ভব হবে। তবে ট্রাম্পের আকস্মিক ঘোষণায় আলোচনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা সবসময় এই জটিল আলোচনা চালিয়ে যাব কানাডার মানুষের স্বার্থে।

তিনি ইঙ্গিত দেন, ট্রাম্পের ঘোষণার পরও কানাডা আলোচনায় ফিরে আসার সুযোগ খোলা রাখবে। কার্নি ও ট্রাম্পের মধ্যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কিছুটা সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল, যা আলোচনার জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছিল। কিন্তু ট্রাম্প অতীতেও বারবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হুমকি দিয়ে পরে তা থেকে সরে এসেছেন। গত মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যে শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েও পরে সিদ্ধান্ত বদলান।

কানাডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এর প্রধান নির্বাহী কানডেস লেইং বলেন, শেষ মুহূর্তের চমক এখন সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে। আলোচনা আগাচ্ছে বলেই আমরা আশা করি।

যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা ফ্রি ট্রেড চুক্তি থাকা সত্ত্বেও এই বছর শুরুর দিকে ট্রাম্প কানাডার পণ্যে শতকরা ২৫ ভাগ নতুন শুল্ক আরোপ করেন। তখন তার যুক্তি ছিল, সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি প্রয়োজন। এছাড়া গাড়ি, স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর নতুন মার্কিন শুল্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জটিল করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব পণ্য উৎপাদনের সময় একাধিকবার তিনটি দেশের সীমানা পেরিয়ে যেতে হয়। শুল্ক আরোপে এই জটিল চেইন হুমকির মুখে পড়বে।

এদিকে, মার্কিন পণ্যেও কানাডা পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে। ব্যবসায়িক চাপের মুখে পড়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রাম্প আবার শুল্ক থেকে ছাড়ও দিয়েছেন। শুক্রবার ট্রাম্পের ঘোষণার পর ওয়াল স্ট্রিটে শেয়ারের দাম পড়ে যায়। তবে পরবর্তীতে বাজারে আস্থা ফিরে আসে এবং এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক সর্বোচ্চ রেকর্ডে পৌঁছায়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসিমা রাওকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসিমা রাওকে তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন।

এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন :

"শ্রী পি ভি নরসিমা রাও গারুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করছি। দেশের উন্নয়নের এক উল্লেখযোগ্য পর্বে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের জন্য ভারত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিশেষভাবে প্রশংসিত।"

(৭ পাতার পর)

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণের বিতর্কিত মন্তব্য

করে? কিছু পুরুষ এটা করে। তাহলে, নারীদের কার বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত? নারীদের এই বিকৃত পুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। এই অপরাধ কোনও দল বা সংগঠনের সাথে যুক্ত নয়।

কল্যাণ ব্যানার্জি আরও বলেন বলে আসছি যে এই কাজ করেছে তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত। কিন্তু যদি কোনও বন্ধু তার বন্ধুকে ধর্ষণ করে, তাহলে এটি কীভাবে দুর্নীতি হতে পারে?পুলিশ চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের চার দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে। তাদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ভুক্তভোগীর অভিযোগ অনুসারে ঘটনাটি ভিডিও করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

টিএমসি ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেছেন যে দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজে তাদের ইউনিট ২০১৯ সাল থেকে নিষ্ক্রিয়। তিনি বলেন, "তিনি (মিশ্র) ২০১৯ সালে পদে ছিলেন, আমরা কীভাবে জানি যে তিনি ২০২৫ সালে এটি করবেন?

দমদম এয়ারপোর্টে হজ যাত্রীদের সাথে দেখা করলেন ববি হাকিম

সিনেমার খবর

বিয়ে করেনি ছেলে তবুও যেভাবে শাশুড়ি হলেন শ্রাবন্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এই বছরটা টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একের পর এক ছবি মুক্তির অপেক্ষায়। মুক্তি পাচ্ছে ‘আড়ি’, ‘আমার বস’, ‘রবীন্দ্র কাব্য রহস্য’ এবং দুর্গাপূজায় আসছে বহুল আলোচিত ‘দেবী চৌধুরানী’।

পূজায় শ্রাবন্তীর ‘দেবী চৌধুরানী’ ছবিটি বক্স অফিসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তার দুই সহ-অভিনেতার সিনেমার সঙ্গে—‘আমার বস’ ছবির নায়ক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘রক্তবীজ ২’ এবং পুরোনো জুটি দেবের ‘রঘু ডাকাত’ ছবির সঙ্গে। তবে নিজের ছবির প্রতি ভীষণ আশাবাদী অভিনেত্রী। বলছেন, দর্শকরা হলমুখী হবেন এবং সিনেমা উপভোগ করবেন।

বাংলা সিনেমায় সৌন্দর্য ও অভিনয়ের গুণে শ্রাবন্তী সবসময় প্রথম সারির নায়িকাদের মধ্যে রয়েছেন। বহু বছর ধরে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন। নায়িকার চরিত্র হোক বা আইটেম গান—সব ক্ষেত্রেই নিজের সেরাটা দিতে চেষ্টা করেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনেও চড়াই-উতরাই কম পেরোতে হয়নি তাকে। তবে ছেলেকে ঘিরেই তার জীবন। ছেলে ঝিনুককে শ্রাবন্তী সবসময় নিজের সবচেয়ে বড় সাপোর্ট সিস্টেম বলে উল্লেখ করেন। খুব অল্প বয়সে মা হয়েছিলেন তিনি, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদও হয়েছে। কিন্তু কখনো থেমে থাকেননি। সিঙ্গেল মাদার হিসেবে ছেলেকে বড় করেছেন, পাশে থেকেছেন, তার স্বপ্নপূরণের পথ সুগম করেছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ছেলের বিয়ে হলে কেমন শাশুড়ি হবেন? হেসে শ্রাবন্তী বলেন, “আমি কিন্তু টিপিক্যাল শাশুড়ি হব না। আমি খুব খোলা মনের মানুষ। আমার ছেলে ঝিনুক একদম মামাস বয় না, ও আমারই ছেলে তো।”

এরপর মজা করে অভিনেত্রী বলেন, “তবে আমি তো শাশুড়ি হয়ে গেছি। আসলে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার, সেখানে আমার বড় দিদির ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই আমিও এখন শাশুড়ি (হাসি)।”

রীতেশ নয়, জন আব্রাহামের সঙ্গে বিয়ে? মুখ খুললেন জেনেলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের কৌতূহলের শেষ নেই। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আলোচনায় এসেছেন অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডি’সুজা। অভিনেতা রীতেশ দেশমুখের সঙ্গে ১৩ বছরের সংসার সুখের হলেও সম্প্রতি এক বিস্ফোরক গুঞ্জন ছড়িয়েছে। বলিউডপাড়ায় শোনা যাচ্ছে—রীতেশের আগে নাকি জন আব্রাহামের সঙ্গেও বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন জেনেলিয়া!

এই গুঞ্জন নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী নিজেই। জানালেন, ‘ফোর্স’ ছবির (২০১১) শুটিংয়ের সময় এমন ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে তার বিপরীতে ছিলেন জন আব্রাহাম। ছবির চিত্রনাট্য অনুযায়ী সেখানে বিয়ের দৃশ্য ছিল, যা রীতিমতো প্রকৃত বিয়ের মতোই ধারণ করা হয়েছিল। কারণ, ওই দৃশ্যে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ পুরোহিত, মন্ত্রপাঠ, মাল্যদান, মঙ্গলসূত্র পরানো এবং সাতপাক ঘোরার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল।

এই কারণেই হয়তো অনেকে ভেবেছেন সেটি বাস্তব বিয়ে ছিল। তবে অভিনেত্রীর দাবি, “আমরা মোটেও বিয়ে করিনি। এর কোনো সত্যতা নেই। এটা পুরোপুরি গুজব। আমার মনে হয়, এসব তথ্য যারা ছড়িয়েছে তাদের পিআর টিমকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।”

উল্লেখ্য, রীতেশ দেশমুখ ও জেনেলিয়া ডি’সুজা বলিউডের অন্যতম সুখী দম্পতি। ২০১২ সালে বিয়ের পর থেকেই কাজ ও সংসারের ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে চলেছেন তারা। দুই সন্তানের এই মা-অভিনেত্রী এখনো বি-টাউনের আলোচিত মুখ।

হাঁটুর বয়সী মেয়েকে বিয়ে, বিতর্কে জড়ান অভিনেতা ভরত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা ভরত কল— সিনেমা ও ছোট পর্দায় খল চরিত্রে অভিনয় করে বহু আগেই দর্শকের মন জয় করেছেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তার ঝুলিতে রয়েছে সফলতার নানা পালক, আর ভক্ত-অনুরাগীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

ভরত কলের জন্ম এক অবাঙালি পরিবারে। তার পারিবারিক শিকড় কাশ্মিরে, তবে বহু বছর আগেই পরিবারটি চলে আসে কলকাতায়। পড়াশোনার পাশাপাশি বাংলা সিনেমায় পা রাখেন সুদর্শন এই তরুণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি।

ভরতের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তার ভক্ত-অনুরাগীদের আগ্রহের কমতি নেই। শোনা যায়, ভরতের জীবনে প্রেম এসেছে বহুবার; ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন বাঙালি অভিনেত্রী অনুশ্রী দাসকে। কিন্তু অভিনেতার সেই সংসার ভেঙে যায় ২০০৩ সালে। এরপর নাকি একাধিক সম্পর্কেও জড়ালেও সেই ভালবাসাগুলো বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি। তবে ২০১৫ সালে নিজের থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট অভিনেত্রী জয়শ্রী মুখার্জীকে বিয়ে করেন ভরত। তাদের এক কন্যা সন্তানও আছে। জয়শ্রীর সঙ্গেই সুখে সংসার করছেন এই অভিনেতা।

দ্বিতীয় স্ত্রীকে জীবনের স্তম্ভ মনে করেন অভিনেতা। জয়শ্রীও কাশ্মিরের এই পরিবারকে নিজের করে নিয়েছেন। ভরতকে ক্যান্সারজয়ী হতেও মানসিক শক্তি জুগিয়েছিলেন এই জয়শ্রীই। কিন্তু এই জয়শ্রীকে বিয়ে করে বিতর্কের মুখে পড়তে হয় ভরতকে; যার কারণ ছিল দুইজনের বয়সের পার্থক্য।

ভরত কলের চেয়ে জয়শ্রী বয়সে অনেকটাই ছোট। তাদের মধ্যে রয়েছে ১৮ বছরের বয়সের ফারাক। ২০১৫ সাল থেকে নিয়মিতভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভরত ছবি শেয়ার করতেন জয়শ্রীর সঙ্গে। সেই সুখের দাম্পত্যের ছবিতে ধেয়ে আসত কটাক্ষের বাণ। কিন্তু সব ছেড়ে ভালোবাসার উপর ভরসা রেখেছেন তারা। বয়স নয়, তারা বিশ্বাস করেন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া আর সাহচর্যই টিকিয়ে রাখে সম্পর্ক।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে হুমকির আশঙ্কা, হোটেলে বন্দি ছিলেন রোহিতরা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক ছিল আমেরিকা। সে দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ভারতীয় দলকে হোটেলেই বন্দি থাকতে হয়েছিল দু'দিন। অবশেষে এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

জিয়োহটস্টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেন, 'ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে শুনেছিলাম কোথাও থেকে হুমকি এসেছে। কিছু একটা হচ্ছিল। ম্যাচের দু'দিন আগে আমাদের হোটেল ছেড়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। ঘরে বসেই খাবার খেতাম আমরা। গোটা হোটেলে এত লোক ছিল যে, ঘরের বাইরেও বের হতে পারতাম না। সমর্থক, সংবাদমাধ্যম, সকলেই ছিল হোটেলে। বুঝতে পারছিলাম ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটা বাকি সব ম্যাচের থেকে আলাদা।'

উল্লেখ্য, রোহিত সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন তিনি কেবল ওয়ান ডে ফরম্যাটে ভারতের হয়ে খেলবেন এবং সেই দলের অধিনায়কও তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত জিতেছে গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং চলতি বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

স্টেডিয়ামে পৌঁছানোর সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রোহিত বলেন, 'আমরা যত স্টেডিয়ামের কাছে যাচ্ছিলাম, তত উৎসব দেখছিলাম। ভারত এবং পাকিস্তানের সমর্থকেরা নাচছেন। আমরা বহু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু ম্যাচের আগে সমর্থকদের যে উত্তেজনা, সেটার সঙ্গে অন্য কোনও কিছুর তুলনা করা সম্ভব নয়।'

বর্তমানে ক্রিকেট থেকে কিছুটা বিশ্রামে রয়েছেন রোহিত। স্ত্রী রীতিকা সাজদেহকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইতালির মিলানে। তবে আবার মাঠে ফিরবেন তিনি। আগস্টে বাংলাদেশের সঙ্গে ওয়ান ডে সিরিজে ভারতের হয়ে খেলবেন রোহিত। অন্যদিকে, ভারতীয় দল এখন ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুভমন গিল।

৪ ম্যাচ নিষিদ্ধ স্প্যানিশ মিডফিল্ডার

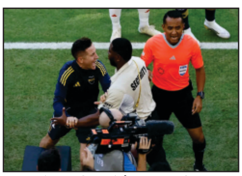

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অপরাধের শাস্তি মাঠেই পেয়েছিলেন বোকা জুনিয়র্সের দুই ফুটবলার আন্দের হেরেরা ও নিকোলাস ফিগাল। এরপরও মুক্তি মেলেনি তাদের। কেননা অপরাধের মাত্রা বেশি হওয়ায় আরও বড় শাস্তি পেয়েছেন তারা। হেররেরা ও ফিগাল দুজনকেই চার ম্যাচ করে নিষিদ্ধ করেছে ফিফা।

তাদের শাস্তির বিষয়টি রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনার ক্লাবটির মুখপাত্র। তবে শাস্তির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আবেদন করেছে বোকা। মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা ইতিমধ্যে ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপিল করেছি।'

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে দারুণ এক ম্যাচ উপহার দিয়েছে বোকা জুনিয়র্স ও বেনফিকা। মাঠের ভেতর-বাইরে দুর্দান্ত উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ম্যাচের ৪৫ মিনিটের সময় ম্যাক্সিকান রেফারি চেসার রামোস বেনফিকার পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজালে ক্ষুব্ধ হন হেরেরা।

এতটাই যে ভিএআরে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন রেফারির তখন তার দিকে তেড়ে যান হেরেরা। তাকে নিরাপত্তাকর্মীরাও থামাতে পারছিল না। পরে বোকার সাপোর্ট স্টাফরা তাকে অন্যত্র সরিয়ে নেন। তার আগেই নিজের কাজটা সেরে নেন রেফারি, লাল কার্ড দেখিয়ে। অথচ, চোট পাওয়ায় ২০ মিনিটের সময় বদলি হয়েছিলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। আর তার সতীর্থ ফিগাল ৮৮ মিনিটে প্রতিপক্ষের ফ্লোরেন্তিনো লুইসকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন।

অন্যদিকে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন বেনফিকার আন্দ্রেয়া বেলোত্তি। বেলোত্তির অপরাধ ম্যাচের দিন বোকার ডিফেন্ডার আরতন কস্তার মাথায় বুট দিয়ে আঘাত করেন তিনি। ৭২ মিনিটে করা অপরাধের শাস্তি হিসেবে সেদিন লাল কার্ডও দেখেছিলেন তিনি। এবার আরো দুই ম্যাচ বাইরে থাকতে হবে তাকে।

মার্তিনেজকে ঘিরে জোরাল গুঞ্জন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গ্রীষ্মকালীন দলবদল পরিকল্পনায় বড়সড় চমক হতে পারেন অ্যাস্টন ভিলার আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ব্রিটিশ ও আর্জেন্টাইন গণমাধ্যমের দাবি, ইতোমধ্যে মার্তিনেজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করেছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি।

৩২ বছর বয়সী মার্তিনেজ বর্তমানে অ্যাস্টন ভিলার মূল গোলরক্ষক হিসেবে দারুণ ফর্মে রয়েছেন। ২০২২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার শিরোপা জয়ের পেছনে তার ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

আর্সেনাল থেকে ২০২০ সালে ভিলায় যোগ দেওয়া মার্তিনেজ এরইমধ্যে ভিলায় নিজের জায়গা

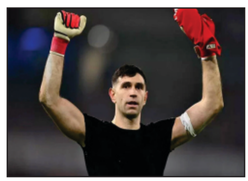

পাকা করেছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকেই ভিলার সঙ্গে ২০২৯ পর্যন্ত নতুন চুক্তি সই করলেও, তাকে ঘিরে গুঞ্জনের শেষ নেই।

বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে স্পেনের কিছু ক্লাব ও সৌদি প্রো লিগের কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। তবে মার্তিনেজ নিজেই ইংল্যান্ড ও প্রিমিয়ার লিগে থেকে যেতে আগ্রহী।

২০১০ সালে ইন্ডিপেনদিয়েন্তে থেকে ইংল্যান্ডে আসা এই গোলরক্ষক গত ১৪ বছর ধরেই এখানেই খেলছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR